(০৩ নং মতবিরোধের কারণ)

(৩)মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকাঃ

০৩ নং মতবিরোধের কারণের ভিতরে(ক,খ,গ,ঘ, ক্রমিক নম্বর সম্বলিত আরো চারটি (০৪টি) বিষয় অন্তর্ভূক্ত আছে । উপরে বর্ণিত ০৩ নং মতবিরোধের কারণ নিম্ন বর্ণিত (০৪টি) চারটি বিষয় থেকেই উৎসরিত হয়েছে । এর প্রত্যেকটিরই পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত আলোচন করা হবে ।

▓(ক) সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিম মানুষ কোন টি ও কাকে বলে ?

▓(খ) মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা সংকরজাতীয়(مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণের চিহ্ন ও লক্ষণ।

▓(গ) সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমগণের চিহ্ন ও লক্ষণ।

▓(ঘ) শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে মতামত রায়-মতামত ও ফতওয়া

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকার ব্যাখ্যাঃ

সূচনাঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করাই হচ্ছে ঈমান। যে কেহ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করে সে হচ্ছে মুমিন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বিশ্বাস করার বেলায় ইশক-মহব্বতকে শর্ত তথা ফরজ করা হয়েছে। যে কেহ ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা বিহীন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বিশ্বাস করে সে মুমিন হবেনা। বরং সে হবে মুনাফিক মুমিন (কপট বিশ্বাসী)। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সামান্য পরিবর্তন সহ তিনটি হাদিস শরীফ বলেছেনঃ-------------------------------

"فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لا يُؤْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْن

عَنْ ابي هريرة (نسائي-5015) + عن أنس(بخاري-14)

(অর্থঃ- “যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমাদের কেউ মুমিন হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তান, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার ব্যাক্তি [অধিক প্রিয়জন তথা আপনজন হব] হব”,আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪, আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে নিসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫০১৫) ।

(2) " فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ،لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ عِنْدَه‘ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ" (عن زُهْرَةَ بْنُ مَعْبَدٍ عن جَدِّهِ،-مسند أحمد-19264)

(অর্থঃ-“ “যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমাদের কেউ মুমিন হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার নিজের চেয়ে অধিক ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার ব্যাক্তি [অধিক প্রিয়জন তথা আপনজন] হব”, জুহরাতা বিন মা’বাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর দাদা থেকে মুসনাদে আহমদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯২৬৪,) । عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "لَا يُؤْمِنُ يُؤْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ" (عن أنس (مسلم-44) + مسند أحمد- 13011 (15-بخاري)

(অর্থঃ- হযরত আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "তোমাদের কেউ মুমিন হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তান, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ব্যাক্তি [অধিক প্রিয়জন তথা আপনজন] হব"। আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫, আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৪, মুসনাদে আহমদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩০১১)।

উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর জীবদ্দশায়ই মুনাফিক এবং মুসলিম এর মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। কারন, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায়ই মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল কর্তৃক নেতৃত্বাধীন বাহিনী ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যেয়ে কোন এক অজুহাত দেখিয়ে প্রায় ৩০০ জন মুনাফিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পক্ষত্যাগ করেছিল বা ওহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়ে গেল । এ পক্ষত্যাগী ৩০০/৩৫০ জন মুনাফিক এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পক্ষধারী কয়েক হাজার মুমিন-মুসলিম এক সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর পিছনে জামাআ'তের সাথে নামাজ আদায় করেছেন । মুনাফিক এবং মুমিন উভয়েই নামাজ আদায়,রোজা পালন,হজ্ব সম্পাদন ও দাড়ি রাখা সহ বিভিন্ন সৎকর্মগুলো করেছেন। এমতাবস্থায় মুনাফিক ও মুমিন মানুষের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বুঝাটা সাহাবাকেরামগণের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। সেজন্যই মুনাফিক ও মুমিনের মধ্যকার পার্থক্য বুঝানোর জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উপরোল্লিখিত ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করা সম্পর্কীয় হাদিস শরীফখানা সাহাবাদেরকে বলে দিলেন যাতে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবাগণ এ বিষয়টি নির্ণয় করতে সক্ষম হন যে, কে মুসলিম আর কে মুনাফিক। এ হাদিস শরীফের আলোকে সাহাবাগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) তখন তা করতেও পেরেছিলেন।

(ক) সংকর জাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিম মানুষ কোন টি ও কাকে বলে ?

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ইনতিকালের পর যখন সময় দীর্ঘ হতে লাগল তখন সাহাবীদের প্রজন্মের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমের সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মুনাফিকদের প্রজন্মের মাধ্যমে আসা সন্তানদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। আর মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ নিজেরাও বুঝতে বা জানতে বা উপলব্ধি করতে পারছেনা যে, তারা মুনাফিকদের প্রজন্ম। এ দিকে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের বাড়ী-ঘর সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমদের বাড়ী-ঘরের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় পরস্পর পরস্পরের সাথে, একে অপরের সাথে উঠা-বসা, চলা-ফেরা, ব্যাবসা-বানিজ্য ও কাজ-কারবার করতে লাগল। ফলে সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমদের আচার-আচরন, চাল-চলন,কথা-বার্তা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং তামাদ্দুন-সভ্যতার ভিতর মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের স্বভাব-চরিত্র ঢুকে ফেলতে লাগল। এখন অবস্থা পানি মিশ্রিত দুধের মত হয়ে গেল। পানি থেকে যেমন দুধ আলাদা করা যায়না ঠিক তেমনিভবে মুনাফিকদের প্রজন্মের

সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণকে সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমদের থেকে আলাদা বা পৃথক করা যাচ্ছে না। আরো কঠিন অবস্থা ধারন করছে যে, সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমের সাথে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণের বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সংকরজাতীয়(مُهَجَّنٌ) মুসলিমও তৈরী হতে লাগল।
আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি পবিত্র বাণীর মর্মার্থানূযায়ী ইসলাম ধর্মের অনূসারী আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের মধ্য হতে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয়(مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণ থেকেই এবং"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময়কাল পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের) " অন্তর্ভূক্ত الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল বর্জনকারী বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ থেকেই ৭২ (বায়াত্তুর) দলের সৃষ্টি হবে বা হতে চলছে ।
আর যাদের মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এবং তাঁর সাহাবাগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) উত্তম-মহান চরিত্র পাওয়া যাবে তারাই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে একমাত্র একটি বেহেস্তী দল। এ একটি দল মিলে মোট ৭৩ (তিয়াত্তুরটি) দল হল । এই একটি বেহেস্তী দলকেই হাদিস শরীফে الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)দলতথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)ই أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) হিসেবে সারা মুসলিম বিশ্বে পরিচিত।

(খ)মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণের অথবা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের চিহ্ন ও লক্ষণ ।

মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা শংকরজাতীয়(مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণের চিহ্ন ও লক্ষণ ০৫টি (পাঁটি) । তা নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

(১)"الثَّلاَثَة خَيْرُ الْقُرُوْنِ তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের কোন এক জনের বিপক্ষে থাকা, তাঁদের বিপক্ষে কথা বলা, তাঁদের দূর্নাম করা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা ও দোষ তালাশ-অন্বেষণ করা এবং বিরোধিতা করা হচ্ছে أَرْذَلُ ""الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"অন্তর্ভূক্ত الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট উলামাগণের বা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কপট মুসলিম তথা বেঈমানের ০১ নম্বর চিহ্ন ও লক্ষণ।
(২) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি মহব্বত-ভালবাসার পরিবর্তে প্রথমেই ইসলামের বাহ্যিক আমালে সালেহ তথা সৎকর্মগুলো যেমন নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাৎ ইত্যাদি সৎকর্মগুলো বাস্তবায়নের জন্য উঠে পড়ে লাগবে ।
(৩) মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণ অথবা""أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ ধর্মের যে কোন বিষয় নিয়ে তর্কস্থলে বা اَلْاِخْتِلاَفُ তথা মতপার্থক্যের বেলায়

اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধে জড়িত হওয়ার কারণে " تَعَصُّبٌ" তথা গোঁরামী বশতঃ তাদের প্রতিপক্ষ মুসলিম ভাই-বোনকে অর্থাৎ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল " اَلْجَمَاعَةُ (আল-আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির নাম ধারন কারী ও অনুসরনকারী মুসলিম মানুষকে গালাগালি করবে, মারামারি করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত হত্যা করে ফেলবে।

(৪) মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণ অথবা""أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে হারাম করা হয়নি এমন সব অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল , প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য [1] সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো [2]থেকে মুসলিম মানুষকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মরিয়া হয়ে জোড়েশোরে বিরত রাখতে চেষ্টা করবে এবং উপরে বর্ণিত ক্রমিক নাম্বার সম্বলিত বিষয়গুলোকে অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয়গুলোকে কার্যকর করাকে , সম্পাদন করাকে নিম্ন বর্ণিত হাদিস শরীফের নির্দেশনার বিপরীতে " بِدْعَةٌ" (বিদআ'ত) ও "হারাম" বলবে।

হাদিস শরীফ খানা এই--- -- ----------

"عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزاحِمٍ، قال:اِجْتَمَعْتُ أنا و طاوسُ الْيَمَانِي و عَمْرُ و بْنُ دِيْنَارِ الْمَكِّي و مَكْحُوْلُ الشَّامِي والْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ في مسجد الْخَيْفِ، فَتَذَاكَرْنَا الْقَدْرَ حَتَّي اِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا وَ كَثُرَ لَغَطُنَا ، فقال طاوس : أنْصِتُوْا أُخْبِرُكُمْ مَا سَمِعْتُ أبا الدَّرْداءِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَنَهَاكُمْ عَن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُو هَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تُكَلِّفُوْهَا رَحْمَةً مِنْ رَّبِّكُمْ فَاقْبَلُوْهَا، اَلْأُمُوْرُ كُلُّهَا

---

[1] (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ- " وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ- " এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং-৮।)

[2] যেমন- [ক] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি, ৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি (৫) শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি থেকে এবং

[খ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা,৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা,৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা,৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা,৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায় দোয়া মুনাজাত করা,১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ,১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় অনুষ্ঠান করা

بِيَدِ اللهِ ، مِن عِنْدِ اللهِ مَصْدَرُهَا، وَ إِلَيْهِ مَرْجَعُهَا لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيْهَا تَفْوِيْضٌ وَلَا مَشْيَئَةٌ.)) " (8938)) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ- দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি,তাইস ইয়ামানী,আমর বিন দিনার মক্কী, মকহুল শামী ও হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলাম, আমরা কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গিয়েছিল ও আমাদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়ে গিয়েছি অত:পর তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর , আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু কতৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : " নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমান্না করো না, তিনি ভুলিযা গিয়া নহেন কতকগুলো বিষয় থেকে চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করো না (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভূর পক্ষ হতে এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) দয়া-করুনাস্বরূপ গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর) । (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। মু'জামুল কাবির,তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮

এই মাত্র উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ থেকে জানা গেল যে, সমস্ত কিছুই আল্লাহ (তাআ'লার) হাতে তা হলে তো আল্লাহ তাআ'লা নিজ হাত থেকে ছেড়ে না দিলে কোন কিছুই এ বিশ্বে বা সারা বিশ্বে ঘটবে না, কোন কিছু ঘটার উৎস তো আল্লাহ তাআ'লার হাত থেকেই, কোন কিছু ঘটে যাওয়া শেষ হলে এটা পূনরায়-মতামত আল্লাহ তাআ'লার দিকেই ফিরে যাবে । অতএব , পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ফরজ-হারাম-সীমার বাহিরে মানুষ বা যে কোন মাখলুক যা কিছু ঘটাবে, করবে তা সবই আল্লাহ তাআ'লাই স্বেচ্ছায় মুসলিম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য ঘটাচ্ছেন ।

এতে মুসলিম মানুষ তথা মাখলুকের কোন হাত নেই, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই ও মাখলুকের কোন ইচ্ছাও নেই । এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে কল্যাণ লাভের জন্য দয়াবশত: সুযোগ দিয়েছেন মর্মে মুসলিম মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়াছেন । এই সহজলভ্য সুযোগটি মুসলিম মানুষ অজ্ঞানতার কারণে হঠকারিতা বশত: হাত ছাড়া করে দিচ্ছে । এই সুযোগটি যে কাজে লাগাতে পারে না সে নিতান্তই নির্বোধ ও বোকা । আর এতদসত্বেও যে ব্যাক্তি " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকাসম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানার " বিপরীত মতামত, রায় ও ফতওয়া দিবে ও কথা বলবে সে মুসলিম থাকবে না । আল্লাহ তাআ'লাই মুসলিম মানুষকে হেফাজত করুন । আমিন ! কিন্তু মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণ এবং""أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সীমিত সংখ্যক হারামগুলো থেকে (নিষেধগুলো থেকে যেমন-সুদ, ঘুষ ইত্যাদি থেকে) মুসলিম মানুষকে তেমন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মরিয়া হয়ে জোড়েশোরে বিরত রাখতে চেষ্টা করবে না।

(৫)মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা সংকরজাতীয়(مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণ এবংأَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে

বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ সর্বদা অবিরত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি পবিত্র বাণীর মর্মার্থানুযায়ী আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) দলটির অনূসারীদের বিরোধিতা করতেই থাকবে । যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে কাফিরদের বেলায় বলেনঃ------ "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ" (অর্থঃ-" আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতি সত্তায় পরিণত করতে পারতেন। তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না, আর তোমার পালন কর্তা যাদের উপর রহমত করেছেন, তারা ব্যাতিত সবাই সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধ করতেই থাকবে এবং এজন্যই (মতবিরোধ করার জন্যই) তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে", সুরা হুদ, আয়াত নং- ১১৮ ও ১১৯ ।

উপরোক্ত আয়াতের অর্থ ও মর্মার্থ থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, ধর্মের যে কোন বিষয় নিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির বিরোধিতা করা হচ্ছে কুফুরীর নিদর্শন আর মহান আল্লাহ তাআ'লা যাদের উপর রহমত করেছেন তারা ব্যাতিত মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণ অথবা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ প্রতিনিয়ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় " اَلْجَمَاعَةُ (আল- জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির নাম ধারন কারী ও অনূসরনকারী মুসলিম মানুষের বিরোধিতা করতেই থাকবে ।

উপরোক্ত আয়াতের অর্থ ও মর্মার্থ থেকে আরো এ কথা বুঝা গেল যে, মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণের অথবা"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের মজ্জাগত চিরস্থায়ী স্বভাব এমন যে, তাদেরকে যেন اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) দলটির বিরোধিতা করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে । এ অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত সারা মুসলিম বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে গেল। এখন উভয় প্রকার মুসলিমদের মধ্যে বড় বড় আলিম, মুহাদ্দিস, জ্ঞানী-গুণী, নামাজী, রোজাদার, হাজ্বী, পীর,গাউস-কুতুব নামে তাসবিহওয়ালা, যিকিরওয়ালা, দাড়িওয়ালা ইত্যাদি তৈরী হয়ে গেল। এতে সংকট আরো কঠিন থেকে কঠিন হল। কারা সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিম আর কারা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিম । কারণ, উভয় দলই ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্যগুলো পালন করে যাচ্ছে।

▓(গ)সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমগণের চিহ্ন ও লক্ষণ

সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমগণের চিহ্ন ও লক্ষণ ০৪টি (চারটি) । তা নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

(১)"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ" তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের সমর্থন করাই হচ্ছে সাহাবীকেরামগণের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা সত্যিকার মুমিন-মুসলিম তথা

ঈমানদারের ০১ নম্বর চিহ্ন ও লক্ষণ ।

(২) তাঁরা ইসলামের বাহ্যিক আমালে সালেহ তথা সৎকর্মগুলো যেমন নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাৎ ইত্যাদি সৎকর্মগুলো বাস্তবায়নের পূর্বে প্রথমেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সর্বাগ্রে মহব্বত-ভালবাসা দেখাবে । অতপর: ইসলামের বাহ্যিক আমালে সালেহ তথা সৎকর্মগুলো যেমন নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাৎ ইত্যাদি সৎকর্মগুলো বাস্তবায়ন করবে ।

(৩)তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত>>

(ক) একমাত্র একটি বেহেস্তী দল اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির গুণাবলী বর্ণনা করবে, প্রচার করবে, কর্মী হবে, সদস্য হবে । >>

(খ) اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে মানবে । >>

(গ) اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির উপরই চলবে ।>>

(ঘ) اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম নিজ সন্তান-সন্ততি,মহল্লাবাসী,গ্রামবাসী ও দেশবাসীকে মুখস্ত করিয়ে তাদের অন্তরে স্থায়ী করতে চেষ্টা করবে, প্রচার করবে।>>

(ঙ) اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ছাড়া ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুনাবলীর সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে কোন দল-উপদল গঠন করবে না । >>

(চ) اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ছাড়া অনুরুপ ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে যেমন-বাংলাদেশে উদাহরণস্বরূপ তাবলীগ জামাআ'ত , হেফাজতে ইসলাম,নেজামে ইসলাম, খেলাফত মজলিস, জামাআ'তে ইসলাম ইত্যাদি নামে গঠিত ও পরিচিত কোন দল-উপদলের কর্মী হবে না,সদস্য হবে না, মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত কোন দল-উপদলের গুণাবলী বর্ণনা করবে না, প্রচার করবে না ।

(৪) পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে হারাম করা হয়নি এমন অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল , প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য [3] (Footnote) সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে [4] (Footnote) মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" এবং

---

[3] **(Footnote)** (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ- " وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ- এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং-৮।

[4] [ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা, ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস, ট্রাক ইত্যাদি

[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি, ৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা, ৫. মিলাদ শরীফ **অনুষ্ঠান পালন**

আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয় বলবেন তাই , আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় এক মাত্র বেহেস্তী দল "اَلْجَمَاعَةُ" (আল- জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির অনূসারী সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোতে শরীয়তের বিধি-নিষেধ না থাকায় ঐগুলোকে শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রদত্ত মহা অনূগ্রহ ও বড় নিয়ামত মনে করে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে উহার উপর অনবরত আমল করে যাচ্ছে । আমাদের নবী মুহাম্ম্দুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা(اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ) সম্বলিত (নিম্ন বর্ণিত) পবিত্র হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে ই যে, -- "عَنْ الضَّحَّاكِ بِنْ مُزَاحِمِ، قَال:اِجْتَمَعْتُ أنا و طَاوُوْسِ اَلْيَمَانِيْ وَ عَمْر و بن دينار المكي و مَكْحُوْلُ الشَّامِي وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيّ في مسجد الخيف، فتذاكرنا القدر حتي ارتفعت أصواتنا و كثر لغطنا ، طاوس، فقال : أنصتوا أخبركم ما سمعت أبا الدرداء يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللَّهَ افتَرَضَ عليكم فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ونهاكم عن اَشْيَاءً فَلَا تَنْتَهِكُوْ ها وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ من غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تكلفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها، الأمور كلها بيد الله ، من عند الله مصدرها، و إليه مرجعها ليس للعباد فيها تفويض ولا مشيئة.))" (8938)) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ- দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি,তাইস ইয়ামানী,আমর বিন দিনার মক্কী, মকহুল শামী ও হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলাম, আমরা কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আওয়াজ উচ্চ হয়েগিয়েছিল ও আমাদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়েগিয়েছিল, তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর,আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু করতৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বরেছেন : " নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমান্না করো না, ভুলিযা গিয়া নহেন কতকগুলো বিষয় থেকে চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত

করা, ৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, ৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা, ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা, ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় অনুষ্ঠান করা এবং উপরে বর্ণিত ক্রমিক নাম্বার সম্বলিত বিষয়গুলোকেঅর্থাৎ আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয়গুলো হচ্ছে " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকাসম্বলিত হাদিস শরীফের অন্তর্ভুক্ত বিষয় "। আর হাদিস শরীফ হচ্ছে " শরীয়তের আইন-কানুনের দ্বিতীয় উৎস বা ভিত্তি "।যেহেতু " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকাসম্বলিত হাদিস শরীফ " হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্ম্দুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের বাণীর অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শরীফ সেহেতু উহা হচ্ছে শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর জন্য একমাত্র " শরীয়তের আইন-কানুনের উৎস বা ভিত্তি "।

করো না (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভূর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরূপ এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর) । (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮।
এই মাত্র উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ থেকে জানা গেল যে, সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ (তাআ'লার) হাতে, তা হলে তো আল্লাহ তাআ'লা নিজ হাত থেকে ছেড়ে না দিলে কোন কিছুই এ বিশ্বে বা সারা বিশ্বে ঘটবে না, কোন কিছু ঘটার উৎস তো আল্লাহ তাআ'লার হাত থেকেই, কোন কিছু ঘটে যাওয়া শেষ হলে এটা পূনরায়-মতামত আল্লাহ তাআ'লার দিকেই ফিরে যাবে । অতএব , পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ফরজ-হারাম-সীমার বাহিরে মানুষ বা যে কোন মাখলুক যা কিছু ঘটাবে, করবে তা সবই আল্লাহ তাআ'লাই স্বেচ্ছায় মুসলিম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য ঘটাচ্ছেন । এতে মুসলিম মানুষ তথা মাখলুকের কোন হাত নেই, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই ও মাখলুকের কোন ইচ্ছাও নেই ।এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে কল্যাণ লাভের জন্য দয়াবশত: সূযোগ দিয়েছেন মর্মে মুসলিম মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়াছেন ।এই সহজলভ্য সূযোগটি মুসলিম মানুষ অজ্ঞানতার কারণে হঠকারিতা বশত: হাত ছাড়া করে দিচ্ছে । এই সূযোগটি যে কাজে লাগাতে পারে না সে নিতান্তই নির্বোধ ও বোকা আর এতদসত্বেও যে ব্যাক্তি " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকাসম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানার " বিপরীত মতামত, রায় ও ফতওয়া দিবে ও কথা বলবে সে মুসলিম থাকবে না।

(ঘ) শরীয়ত সমর্থিত [5] (Footnote) আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে মতামত, রায় এবং ফতওয়া :

সূচনাঃ উপরোক্ত বিষয়ে পরস্পরবিরোধী দুটি দলের মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি দুটি (পদ্ধতি " ক " এবং পদ্ধতি " খ ") । এ পদ্ধতি দুটি পৃথকভাবে নিম্নে দেয়া হল ।
(পদ্ধতি "ক") الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলটির সমর্থক ও অনূসারীদের পক্ষ হতে পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফভিত্তিক উপরোক্ত প্রশ্নের মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০২টি (দুইটি) ।
(পদ্ধতি " খ ") الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলটির বিরোধী "أَرْذَلُ الْفُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নাম ধারণকারী দলে-উপদলে বিভক্ত বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্মের অনূসারী এবং الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভক্ত হয়ে থাকা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম

[5](Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই " শরীয়ত সমর্থিত বিষয় " বলে । অন্যদিকে এ সমস্ত বিষয়কে " আইন বহির্ভূত " বিষয়ও বলে ।

তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণের উপরোক্ত প্রশ্নের মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০১ (একটি) । তা নিম্নে উল্লেখ করা হল । প্রথমে (পদ্ধতি "ক") অনূসারে প্রশ্নের মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর। পরবর্তীতে(পদ্ধতি "খ") অনূসারে প্রশ্নের মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ তাআ'লা ।

(পদ্ধতি "ক") "الْجَمَاعَةُ"(আল-আল-জামাআ'ত)তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুছ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির সমর্থক ও অনূসারীদের পক্ষ হতে পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফভিত্তিক উপরোক্ত (ঘ) প্রশ্নের মতামত, **রায়** এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০২টি (দুইটি) নিম্নে দেয়া হল : (০১) শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে যে কেহই কোন আলেম-উলামা থেকে বা অন্য যে কোন মুসলিম থেকে মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়া চাওয়াই হারাম বা নিষিদ্ধ । যেমন - হাদিস শরীফে আছে-

প্রথম হাদিস শরীফঃ

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَ لَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَحرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه
- (عن سَعْدِ بْنْ أَبِيْ وَقَّا ص عن أبِيْه-[بخاري -7289] +(عن عامر بن سَعْدِ عن أبِيْه-
مسلم-2358)

অর্থঃ-"নিশ্চয় মুসলমানদের মধ্যে সে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী যে মুসলমনদের উপর হারাম করা হয়নি এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে । অতপর তার প্রশ্নের কারণে তা তাদের উপর হারাম করা হয়েছে", আমের বিন সা'দ (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৫৮, সামান্য পরিবর্তন সহ সা'দ বিন আবি ওআক্কাস (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে ,বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮৯)।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُم ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَ اِخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ ، وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " (1823) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : আমি যেই বিষয় ত্যাগ করেছি(যেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা ত্যাগ করেছি) তোমরাও সেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা দেওয়া ছেড়ে দাও ।কেননা, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদেরকে প্রশ্ন করে ও তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে/মতানৈক্য করে ধ্বংস হয়ে গেছে ।আর আমি কোন বিষয় থেকে তোমাদেরকে বারণ করলে তা ত্যাগ কর,আর আমি কোন বিষয়ে আদেশ করলে সাধ্যানূযায়ী কর । মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২৩ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ের ভাষ্য অনূযায়ী এ কথা বুঝা গেল যে, " শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আলেম-উলামা থেকে বা অন্য যে কোন মুসলিম থেকে মতামত, রায়-মতামত ও ফতওয়া চাওয়াই হারাম বা নিষিদ্ধ । আরো বুঝা গেল যে, যেখানে "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আলেম-উলামা থেকে বা অন্য যে কোন মুসলিম থেকে মতামত, রায় এবং ফতওয়া চাওয়াই

হারাম বা নিষিদ্ধ সেখানে যে কোন মুসলিম মানুষের মুখ থেকে ফরজ, হারাম ও বেদআত শব্দ উচ্চারণ করা দ্বারা উক্ত বিষয়ে কোন মতামত, রায় এবং ফতওয়া দেওয়া আরো কঠিনভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ " ।

(০২) শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে যদি মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বানী ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্পষ্ট হাদিস শরীফ না পাওয়া যায় এমতাবস্থায় কোন মতামত প্রকাশ না করে চুপ থাকা নবী আলাইহিমুস সালামগণের সিফাত বা গুণ। আর এটা হচ্ছে নবী আলাইহিমুস সালামগনের "ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুলের নিদর্শনও" বটে । যেমন- কোন অজানা বিষয়ে চুপ থাকার বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে প্রসংশা করে বলেনঃ- "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلاَ وَحْى يُوْحَى (অর্থ-"আল্লাহ তাআ'লার ওহী তথা প্রত্যাদেশ ব্যাতিত তিনি (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) কথা বলেন না", সুরা নজম, আয়াত নং-৩।

কেউ যদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত থাকতে চান তাকে কিন্তু মতবিরোধী বিষয়গুলোতে চুপ থাকার অথবা মতামত প্রকাশ না করার নিয়ম গ্রহণ করতে হবে। এটা হচ্ছে সকল মুসলিম মানুষের উপর ফরজ । অথবা " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা(اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)সম্বলিত হাদিস শরীফ অনুসারে আমল করা ফরজ । " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা(اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)সম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই যে, "عَنْ الضَّحَّاكِ بِنْ مُزاحِمٍ، قال:اِجْتَمَعْتُ أنا و طاوسُ الْيَمَانِي و عَمْرُ و بِنْ دِيْنَارِ الْمَكِّي و مَكْحُوْلُ الشَّامِي والْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ في مسجد الْخَيْفِ، فَتَذَاكَرْنَا الْقَدْرَ حَتَّي اِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا وَ كَثُرَ لَغَطُنَا ، فقال طاوس : أَنْصِتُوْا أُخْبِرُكُمْ مَا سَمِعْتُ أبا الدَّرْداءِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلاَتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلا تَعْتَدُوْهَا وَنَهَاكُمْ عَنِ اَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُو هَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءِ مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تُكَلِّفُوْهَا رَحْمَةً مِنْ رَّبِّكُمْ فَاقْبَلُوْهَا، اَلْأُمُوْرُ كُلُّهَا بِيَدِ اللهِ ، مِن عِنْدِ اللهِ مَصْدَرُهَا، وَ إِلَيْهِ مَرْجَعُهَا لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيْهَا تَفْوِيْضٌ وَلَا مَشْيَئَةٌ.)) " (8938) (في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ- দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি,তাউস ইয়ামানী,আমর বিন দিনার মক্কী, মকহুল শামী ও হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলাম, আমরা কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আওয়াজ উচ্চ হয়েগিয়েছিল ও আমাদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়েগিয়েছিল, তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর , আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : " নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমাল্না করো না, ভুলিয়া গিয়া নহেন কতকগুলো বিষয় থেকে তিনি চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করো না (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভূর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরূপ এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর) । (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। মু'জামুল কাবির,তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮

। এই মাত্র উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ থেকে জানা গেল যে, সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ (তাআ'লার) হাতে, তা হলে তো আল্লাহ তাআ'লা নিজ হাত থেকে ছেড়ে না দিলে কোন কিছুই এ বিশ্বে বা সারা বিশ্বে ঘটবে না, কোন কিছু ঘটার উৎস তো আল্লাহ তাআ'লার হাত থেকেই, কোন কিছু ঘটে যাওয়া শেষ হলে এটা পূনরায়-মতামত আল্লাহ তাআ'লার দিকেই ফিরে যাবে । অতএব , পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ফরজ-হারাম-সীমার বাহিরে মানুষ বা যে কোন মাখলুক যা কিছু ঘটাবে, করবে তা সবই আল্লাহ তাআ'লাই স্বেচ্ছায় মুসলিম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই ঘটাচ্ছেন ।এতে মুসলিম মানুষ তথা মাখলুকের কোন হাত নেই, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই ও মাখলুকের কোন ইচ্ছাও নেই ।এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে কল্যাণ লাভের জন্য দয়াবশত: সূযোগ দিয়েছেন মর্মে মুসলিম মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়াছেন ।এতদসত্বেও এই সহজলভ্য সূযোগটি মুসলিম মানুষ অজ্ঞানতার কারণে হঠকারিতা বশত: হাত ছাড়া করে দিচ্ছে । এই সূযোগটি যে কাজে লাগাতে পারে না সে নিতান্তই নির্বোধ ও বোকা । অতএব, যে ব্যাক্তি " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা(اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ)সম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানার " বিপরীত মতামত, রায় এবং ফতওয়া দিবে ও কথা বলবে সে আর মুসলিম থাকবে না ।

(পদ্ধতি "খ") "اَلْجَمَاعَةُ" (আল-আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّة وَ الْجَمَاعَة (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির বিরোধী ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে বিভিন্ন নাম ধারণকারী দলে-উপদলে বিভক্ত বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং اَلْجَمَاعَةُ (আল-আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) থেকে اَلْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভক্ত হয়ে থাকা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) এবং"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের উপরোক্ত (ঘ) প্রশ্নের মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০১ (একটি) নিম্নে দেয়া হল :

(০১) শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর যে কোন নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে "اَلْجَمَاعَةُ" (আল-আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির বিরোধী ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে [6] নাম ধারণকারী দলে-উপদলে বিভক্ত বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং اَلْجَمَاعَةُ (আল-আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) থেকে اَلْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভক্ত হয়ে থাকা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) এবং "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের পক্ষ হতে পবিত্র কোরআন ও " "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ) সম্বলিত হাদিস শরীফ " এর বিপরীত উত্তর, মতামত, রায়-মতামত ও ফতওয়া হচ্ছে-" হারাম বা নিষিদ্ধ ও বেদআত"। তাদের এরূপ উত্তর, মতামত, রায় ও ফতওয়া দেওয়ার কারণ হচ্ছে , তারা শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল

[6] **যেমন-বাংলাদেশে উদাহরণস্বরূপ তাবলীগ জামাআ'ত , হেফাজতে ইসলাম,নেজামে ইসলাম, খেলাফত মজলিস, জামাআ'তে ইসলাম নামে নাম ধারণকারী**

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয়গুলো যে "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) এর অন্তর্ভূক্ত এবং মানব কল্যাণকর তা তারা জানেন না। মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় মুসলিম (مُهَجَّنٌ) এবং أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখ নি:সৃত অমীয় বাণীর সংক্ষিপ্ত ও ছোট একটি শব্দ " بِدْعَةٌ "(বিদআ'ত) শব্দের শরীয়তী অর্থ [7] সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বিধায় তারা " بِدْعَةٌ " (বিদআ'ত)শব্দের শাব্দিক অর্থ [8] প্রয়োগ করে মুসলিম সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে চলছে । অথচ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখ নি:সৃত অমীয় বাণীর সকল শব্দেরই যে শরীয়তী অর্থ তথা আইনি অর্থ ধরে নিতে হবে সেই বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ।

আমি " بِدْعَةٌ "(বিদআ'ত) শব্দের শাব্দিক অর্থ ও শরীয়তী অর্থ সম্পর্কে "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ " (ইলমুল বালাগাত) তথা (আরবি) অলংকার শাস্ত্রের দুটি শাখা "عِلْمُ الْمَعَانِى " (ইলমুল মাআ'নী) ও عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী") এর ব্যবহারের মাধ্যমে অত্র গ্রন্থের ৩৪২ পৃষ্ঠা থেকে ৩৪৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছি । মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা সংকরজাতীয় (مُهَجَّنٌ) মুসলিমগণকে অথবা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণকে " بِدْعَةٌ " (বিদআ'ত) শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-৩২৪ ও শব্দের শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-৩৩০ থেকে জেনে নেওয়ার জন্য বিনীত অনূরোধ করলাম

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রিয় উম্মতেরা বিনীতভাবে অনূরোধ করছি হুশিযার হয়ে যান ।

বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার অতীত সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও কারণঃ

মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরাই ছদ্মবেশে থেকে বা নেপথ্যে থেকে অতীতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে নানাহ ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করেছে । উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল ।

[১] আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায় মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীদের এবং মুসলমানদের তেমন ক্ষতি করতে পারে নি ।

[২] কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ইনতিকালের পর মুনাফিকদের গোপন প্ররোনায় এক মহিলা কর্তৃক বিষ পানে হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করিয়েছে ।

[৩] পরবর্তী মুনাফিক সরদার ইয়ামিনের অধিবাসী আব্দুল্লাহ বিন সাবার নেতৃত্বে মৃত মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলের অনূসারীরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু

[7] " بِدْعَةٌ "(বিদআ'ত) শব্দের শরীয়তী অর্থ পৃষ্ঠা নং-৩২৪ দেখুন ।

[8] " بِدْعَةٌ (বিদআ'ত)শব্দের শাব্দিক অর্থ পৃষ্ঠা নং-৩৩০ দেখুন ।

আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা বিহীন ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলে তাদের মাধ্যমে হযরত উসমান রাদিআল্লাহ আনহুকে, হযরত আলি রাদিআল্লাহ আনহুকে হত্যা করিয়েছে ।

[৪] দুঃখজনক এ ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে হিজরী ৩৭ সালে হযরত আলি ও মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহ আনহুমার মধ্যে সংগঠিত " সিফফিনের যুদ্ধে" উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যখন শালিস নিযুক্ত করা হয তখন হযরত আলি রাদিআল্লাহ আনহুর দলের ভিতর থাকা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরাই " ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর " এ শ্লোগান দিয়ে তাঁর দল ত্যাগ করে । তারা ইসলামের চরম শত্রু "খারিজী " সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

[৫] আহলু বাইতের তথা হযরত আলি রাদিআল্লাহ আনহুর পরিবারবর্গের প্রতি তথাকথিত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাতে গিয়ে ইসলামের শত্রু "খারিজী " সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের মধ্য থেকে " শী'য়া " নামে আর একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে এদের কাজ হল এক সাহাবীর পক্ষ থাকা, অন্য সাহাবীর বিপক্ষে থাকা ও তাঁদের গালমন্দ করা । অথচ হাদিস শরীফে যে কোন সাহাবীর বিপক্ষে থাকা ও শত্রুতা করা হারাম করা হয়েছে । যেমন - আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পবিত্র হাদিস শরীফে বলেছেনঃ-

------- ---------- -- اللهَ اللهَ "

فِيْ أَصْحَابِيْ اللهَ اللهَ فِيْ أَصْحَابِيْ لاَ تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا بَعْدِيْ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ أَحَبَّهُمْ وَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ أَبْغَضَهُمْ وَ مَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِيْ وَمَنْ آذَانِيْ فَقَدْ آذى اللهَ وَمَنْ أَذَى اللهَ فَيُوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

(অর্থঃ- " আমার সাহাবীদের ব্যাপারে ভয় কর, ভয় কর, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে ভয় কর, ভয় কর, আমার পরে তোমরা তাঁদেরকে শত্রুতার লক্ষ্য বস্তু হিসেবে গ্রহণ করো না, অতএব, যে কেহ তাঁদেরকে ভালবাসে সে আমাকে ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসে, যে কেহ তাঁদেরকে শত্রুতা করে সে আমাকে শত্রুতা করার কারণেই তাঁদেরকে শত্রুতা করে, আর যে কেহ তাঁদেরকে কষ্ট দেয় সে আমাকেই কষ্ট দেয়, আর যে আমাকে কষ্ট দেয় সে আল্লাহকেই কষ্ট দেয়, অতএব, যে আল্লাহকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাকে ধরবেন অর্থাৎ আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন",তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮৬২।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, যে কেহই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) সাথে ভালবাসা না রাখবে ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করবে সে আল্লাহ তাআ'লা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুশমন-শত্রু, বেঈমান, কপট মুসলিম ও কাফির ।

[৬] পরবর্তীতে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরা হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহ আনহুর সন্তান ইয়াজিদ বাহিনীর ভিতর ঢুকে হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করিয়েছে ।

[৭] পরবর্তীতে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের মধ্য থেকে যুক্তিপূজারী " মু'তাযেলী " নামে আর এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে ।

[৮] পরবর্তীতে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের মধ্য থেকে যুগে যুগে কাদরিয়া, জাবরিয়া, মুরজিয়া, জাহমিয়া নামে বিভিন্ন দল ইত্যাদি সৃষ্টিসহ আরো অনেক দল-উপদলের উদ্ভব ঘটেছে ।

[৯] এ ভাবে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের মধ্য থেকে যুগে যুগে কিয়ামত অবধি ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে বা ইসলাম ধর্মের নামে বিভিন্ন দল-উপদলের উদ্ভব বা সৃষ্টির মাধ্যমে হদিস শরীফে বর্ণিত দোযখে প্রশেকারী ৭২ (বায়াত্তুর) দল গঠনের সমাপ্তি ঘটবে

[১০] আর মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিমগণ অথবা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ কর্তৃক সৃষ্ট ৭২ (বায়াত্তুর) দল -উপদল সর্বদা প্রতিনিয়ত " الْجَمَاعَةُ (আল-আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা "আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত"নামে দলের বিরোধিতা করতে থাকবে । আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিমগণ থেকে রক্ষা করুন । আমীন ! আল্লাহম্মা আমীন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ইয়াজিদের শাসন আমল থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায়ই ৭০০/৮০০ শত বৎসর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অবস্থা এমন ছিল যে, উমাইয়ারা আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে,আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে এবং হাশিমীয়রা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে টু-শব্দ করতে পারতনা । এটা এ জন্য যে, মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ তথা শংকরজাতীয় মুসলিমগণ তাদের অভ্যন্তরে দুধ মিশ্রিত পানির মত এমনভাবে মিশে গিয়ে তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিত যাতে করে তারা সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের মত মিলে-মিশে সুন্দর ইসলামি জীবন-যাপন করতে না পারে । অবস্থা এমন ছিল যে, মু'তাযেলী শাসকরা ঐ সময়কার অনেক বড় বড় আলিমদেরকে যেমন-খলিফা আবু জা'ফর মনসুর হযরত ইমাম আবু হানিফাকে বৃদ্ধ অবস্থায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে প্রতিদিন বিশটি (২০টি) করে বেত্রাঘাত করত। হযরত ইমাম মালিককের দুহাতকে টেনে নিচে নামিয়ে দিয়েছে, খলিফা মামুন হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে রাদিআল্লাহু আনহুমদেরকে বৃদ্ধ অবস্থায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে প্রতিদিন বিশটি (২০টি) করে বেত্রাঘাত করত। আরো করুণ ঘটনার সমাবেশ ঘটেছিল তা এখানে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় বর্ণনা করা হল না ।

বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার বর্তমান কারণঃ

মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা শংকর জাতীয় মুসলিমরাই ছদ্মবেশে থেকে বা নেপথ্যে থেকে অতীতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে কি রকম নানাহ ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করেছে উহা থেকে বর্তমানকালের মুসলিম-মুমিনদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হওয়া উচিৎ ।

কিন্তু বর্তমানকালের "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের) " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম মানুষ ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম বা জ্ঞাণী মুসলিম মানুষেরা অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হওয়ার পরিবর্তে আরো মারাত্মকভাবে নতুন পন্থায় বা পদ্ধতিতে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে মুসলিম সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে চলছে। বর্তমানকালের মুসলিম-মুমিনদের বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার নতুন কারণ , পন্থা বা পদ্ধতির বিবরণ নিম্নে দেয়া হল ।

ইসলামি শরীয়তের বিধি-নিষেধের বহির্ভূত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল , প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য [9] মুসলিম মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট এ সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন

[9] (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ- " وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ- " এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং-৮।)

বিষয়গুলো [10] হচ্ছে শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় । শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় এ জন্য বলা হয় যে, এতে শরীয়তের বিধি-নিষেধ নাই ।
উপরে বর্ণিত শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় নিয়েই মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিমগণ ও মুসলিম উলামাকেরামগণ অথবা বর্তমানকালের أَرْذَلُ "الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের)" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম মানুষ ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম বা জ্ঞানী মুসলিম মানুষেরা সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের সাথে اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধে জড়িত হয়ে ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল ("الْجَمَاعَةُ) -আল-আল-জামাআ'ত তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) থেকে (الْفُرْقَة তথা) বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোতে শরীয়তের বিধি-নিষেধ না থাকায় শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اللهُ) " সম্বলিত হাদিস শরীফের অন্তর্ভূক্ত বিষয় । আর উক্ত হাদিস শরীফখানা হচ্ছে "শরীয়তের আইন-কানুনের দ্বিতীয় উৎস বা ভিত্তি" । যেহেতু "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اللهُ) " সম্বলিত হাদিস শরীফ হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের বাণীর অন্তর্ভূক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শরীফ সেহেতু উহা হচ্ছে শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর জন্য একমাত্র " শরীয়তের আইন-কানুনের উৎস বা ভিত্তি "। তাই , আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় এক মাত্র বেহেস্তী দল "الْجَمَاعَةُ" (আল- জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির অনুসারী সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণ নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোতেশরীয়তের বিধি-নিষেধ না থাকায় ঐগুলোকে শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে

---

[10] **যেমনঃ**

[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি

[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি, ৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা, ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা, ৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, ৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা, ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা, ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি এরকম সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো ।

মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রদত্ত মহা অনুগ্রহ ও বড় নিয়ামত মনে করে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে উহার উপর অনবরত আমল করে যাচ্ছে । আমাদের নবী মুহাম্ম্দুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ) " সম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ থানা হচ্ছে ই যে,

"عَنْ الضَّحَّاكِ بِنْ مُزاحِمِ، قال:اِجْتِمَعْتُ أنا و طاوسُ الْيَمَانِي و عَمْرُ و بِنْ دِيْنَارِ الْمَكِّي و مَكْحُوْلُ الشَّامِي والْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ في مسجد الْخَيْفِ، فَتَذَاكَرْنَا اَلْقَدْرَ حَتَّي اِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا وَ كَثُرَ لَغَطُنَا ، فقال طاوس : أَنْصِتُوْا أُخْبِرُكُمْ مَا سَمِعْتُ أبا الدَّرْداءِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَنَهَاكُمْ عَن اَشْيَاءً فَلَا تَنْتَهِكُو هَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تُكَلِّفُوْهَا رَحْمَةً مِنْ رَّبِّكُمْ فَاقْبَلُوْهَا، اَلْأُمُوْرُ كُلُّهَا بِيَدِ اللهِ ، مِن عِنْدِ اللهِ مَصْدَرُهَا، وَ إِلَيْهِ مَرْجَعُهَا لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيْهَا تَفْوِيْضٌ وَلَا مَشْيَئَةٌ.))" (8938)) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ- দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি,তাইস ইয়ামানী,আমর বিন দিনার মক্কী, মকহুল শামী ও হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলাম, আমরা কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আওয়াজ উচ্চ হয়েগিয়েছিল ও আমাদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়েগিয়েছিল, তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর , আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু করতৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বরেছেন :"নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমান্না করো না, ভুলিযা গিয়া নহেন কতকগুলো বিষয় থেকে চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করো না (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভূর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরূপ এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর) । (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। মু'জামুল কাবির,তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮ ।

এই মাত্র উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ থেকে জানা গেল যে, সমস্ত কিছুই আল্লাহ (তাআ'লার) হাতে, তা হলে তো আল্লাহ তাআ'লা নিজ হাত থেকে ছেড়ে না দিলে কোন কিছুই এ বিশ্বে বা সারা বিশ্বে ঘটবে না, কোন কিছু ঘটার উৎস তো আল্লাহ তাআ'লার হাত থেকেই, কোন কিছু ঘটে যাওয়া শেষ হলে এটা পূনরায়-মতামত আল্লাহ তাআ'লার দিকেই ফিরে যাবে । অতএব , পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ফরজ-হারাম-সীমার বাহিরে মানুষ বা যে কোন মাখলুক যা কিছু ঘটাবে, করবে তা সবই আল্লাহ তাআ'লাই স্বেচ্ছায় মুসলিম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য ঘটাচ্ছেন ।এতে মুসলিম মানুষ তথা মাখলুকের কোন হাত নেই, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই ও মাখলুকের কোন ইচ্ছাও নেই ।এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে কল্যাণ লাভের জন্য দয়াবশত: সূযোগ দিয়েছেন মর্মে মুসলিম মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়াছেন ।এই সহজলভ্য সূযোগটি মুসলিম মানুষ অজ্ঞানতার কারণে হঠকারিতা বশত: হাত ছাড়া করে দিচ্ছে । এই সূযোগটি যে কাজে লাগাতে পারে না সে নিতান্তই নির্বোধ ও বোকা আর এতদসত্বেও যে ব্যাক্তি "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ) সম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ থানার " বিপরীত রায়-মতামত ও ফতওয়া দিবে ও কথা বলবে

সে মুসলিম থাকবে না ।
এই একটি বেহেস্তী বড় দল থেকে اَلْفُرْقَة তথা বিচ্ছিন্নতা তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া হারাম এবং দোযখী হওয়ার লক্ষণ ও নিদর্শন । এই বেহেস্তী বড় দল "اَلْجَمَاعَةُ"-(আল- জামাআত)নামে দলটি তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটি সব সময়ই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে । আর একমাত্র এই একটি বেহেস্তী দলের "اَلْجَمَاعَةُ" (আল- জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির বিরোধী বা অপমানকারী মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিমগণ অথবা أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ কর্তৃক সৃষ্ট ৭২ (বায়াত্তুর) দল -উপদল কোন অবস্থাতেই এই একমাত্র একটি বেহেস্তী বড় দল اَلْجَمَاعَةُ (আল- জামাআ'ত)নামে দল কে তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটিকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না । যেমন- আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হদিস শরীফে বলেছেনঃ----------
" لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ (مَنْ يَخْذُلُهُمْ، التِّرْمِذِى) حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ "
(অর্থঃ "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রবর্তিত থাকবে ,আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত এদেরকে তাদের বিরোধীরা,(অপমানকারীরা, তিরমিজি) কোন ক্ষতি করতে পারবে না" আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২, সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত مَنْ خَالَفَهُمْ পরিবর্তে مَنْ يَخْذُلُهُمْ তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯।
এই বেহেস্তী বড় দল "اَلْجَمَاعَةُ" (আল- জামাআ'ত)নামে দলটিকে তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটিকে অনুসরন করার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ-(৬) "إِتَّبِعُوْا سَوَادَ الْأَعْظَمَ " (অর্থঃ- " তোমরা মহান দলের অর্থাৎ বড় দলের অনুসরন কর",)।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এই নির্দেশটি অমান্যকরা স্পষ্ট দোযখে যাওয়ারই নামান্তর । মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন।

প্রশ্ন হচ্ছে উপরে বর্ণিত কঠিন সংকটাপূর্ণ অবস্থা থেকে আমরা কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি, অথবা পরিত্রাণ পাওয়ার বা বাঁচার পদ্ধতিই বা কি?

আমাদেরকে অবশ্যই এমন কঠিন সংকটাপূর্ণ অবস্থা থেকে বাঁচার পদ্ধতিটি অবশ্যই আবিস্কার করতেই হবে অন্যথায় আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। কারন, এ মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরাই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ইনতিকালের পর সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদেরকে উসকানি দিয়ে বড় বড় সাহাবীদেরকে হত্যা করিয়েছে। যেমন হজরত উসমান (রাদিআল্লাহু আনহু), হজরত আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)কে হত্যা করেছে। সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরা এমনকি কতক সাহাবীও মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের কারসাজি, কুটকৌশল,মুনাফিকি(কপটতা) ইত্যাদি বুঝতে পারেননি ।
পরবর্তীতে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরা আরো কঠিন দুঃখজনক ঘটনার অবতারণা করেছে। যেমন- আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রী-মুমিনদের মা হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভাতিজা ও জামাতা হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর মধ্যে যুদ্ধ বাঁধায়ে দিয়েছে। হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু

আনহা নিজে উষ্ট্রির উপর বসে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন বিধায় এ যুদ্ধকে উষ্ট্রির যুদ্ধ বলে। এ যুদ্ধে প্রায় দশ হাজার মুসলিম নিহত হয়। মা হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার পক্ষেরই চার হাজার সাত শত লোক নিহত হয়। আর সিফফিনের যুদ্ধে প্রায় সত্তুর হাজার মুসলিম নিহত হয়।
এ সকল দুঃখজনক ঘটনাগুলো মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরাই ঘটিয়েছে। সাহাবীদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের ছোট-খাট,খুঁটি-নাটি বিষয়কে কেন্দ্র করে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরাই সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমের মধ্যে গালা-গালি,মারামারি, হত্যা ও যুদ্ধের অবতারনা করবে। কারন, মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা নাই।

কঠিন সংকটাপূর্ণ অবস্থা থেকে বাঁচার পদ্ধতিঃ

যে সমস্ত মুসলিম সর্বপ্রথম আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা না দেখিয়ে শুধু প্রথমে ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্যগুলো পালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তারাই মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম সন্তান। কারন তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করাকে তেমন যথার্থ গুরুত্ব দেয়না । এটা এ জন্য যে, ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সথে বিশ্বাস করাই হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের মানদন্ড।
মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিম সন্তানরা অথবা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ এটা মানে না। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা না থাকার কারনে ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্য বাস্তবায়ন করা সত্বেও তারা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কপট মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিম ।

তারা পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার নিম্ন বর্ণিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । যেমন আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ-"وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ آمَنَّا باللهِ وباليَوْمِ الاَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ" (অর্থঃ-"আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি তারা আদৌ ঈমানদার নয়" সুরা আল বাকারা, আয়াত নং-৮)।
মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদেরকেএবং "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণকে পত্রি কুরআনের সুরা আল-ফাতিরের ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত অধ্যয়ন করে গভীরভাবে গবেষণা করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রিয় উম্মতের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমগণ এবং" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রিয় উম্মত হওয়ায় তাঁর প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার

সাথে বিশ্বাস করে ইমান আনার সুবাদে তারা সত্যিকারের মুমিন-মুসলিম হওয়ায় তাদের আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্য না থাকা বা ত্রুটিপূর্ণ আমল থাকা সত্বেও মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা "أَرْذَلُ الْقُرُوْن "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ মহান আল্লাহ তাআ'লার এ সত্য কথাটি বুঝতে অক্ষম হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ----------

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَا بَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا - فَمِنْهُمْ ظَا لِم لِنَفْسِهِ- وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد

-وَمِنْهُمْ سَا بِق بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ- ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ

-جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا-يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْر

وَ قَا لُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ-اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْر شَكُوْر-

(অর্থঃ-"অত:পর আমি কিতাবের(কুরআনের) অধিকারী করেছি আমার বান্দাদিগের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী(সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত), কেহ মধ্যপন্থী(মাঝে-মধ্যে পাপ কর্মে লিপ্ত থাকে আবার মাঝে-মধ্যে নেক কর্মে লিপ্ত থাকে) এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী (কোন সময়ই পাপ কর্মে লিপ্ত থাকেনা, সর্বদাই নেককর্মে লিপ্ত থাকে)। এটাই (বর্ণিত তিন দলকেই কুরআনের জন্য মনোনীত অধিকারী বানানো হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তাদের প্রতি মহা অনুগ্রহ) "মহা অনুগ্রহ"।

"তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ-নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের রেশমের পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে।

এবং তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমদের দু:খ-দূর্দশা দূরীভূত করেছেন; আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল,গুণগ্রাহী" সুরা আল ফাতির,আয়াত নং-৩২ ও ৩৩।)

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ তাআ'লা উম্মতি মুহাম্মাদীর উচ্চ মর্যাদসম্পন্ন বৈশিষ্ঠ্যটি ফুটিয়ে তুলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাসকারী মুমিন-মুসলিম পাপীদেরকে ক্ষমা করে পাপী-নেকী (উপরোল্লিখিত তিন দলকেই) সকলকেই একই জান্নাত আ'দন তথা বেহেস্তে প্রবেশ করিয়ে দেবেন।আমালে সাহে তথা সৎকর্ম ছাড়াই কোন এক বান্দাকে জন্নাত দান করা বা তাকে ক্ষমা করিয়ে জান্নাতে ঢুকিয়ে দেয়ার অধিকার এক মাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লারই আছে। এরূপ ঈমান রাখা সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমের মতাদর্শ ও বিশ্বাস । আমালে সালেহ তথা সৎকর্ম ছাড়াই জন্নাতে যেতে পারবে না এরূপ ঈমান রাখা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের বিশ্বাস ও মতাদর্শ।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ----------

"كُلُّهُمْ مِنْ هَذِه الْأُمَّةِ (2) هَؤُلاَءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍوَاحِدَةٍ ، وَ كُلُّهُمْ فِى الْجَنَّةِ (অর্থঃ- এরা সবাই (বর্ণিত তিন শ্রেণির সবাই) আমার উম্মৎ, এরা সবাই একই স্তরের, এরা সকলেই জান্নাতী ",মুসনাদে আহমদ, হাদি শরীফ নং-৩১৩, ৩য় খন্ড)।

পাপী-নেকীদেরকে একই জান্নাতে স্থান দেয়া এটা উম্মতি মুহাম্মাদীর প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা অনুগ্রহ এবং সৌভাগ্যের নিদর্শন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস না করে শুধু আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্য করলে এ সম্মানে ভূষিত হওয়া যাবে না। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করা হচ্ছে ঈমানের প্রথম শর্ত।

পরবর্তীতে ঈমানের দ্বিতীয় স্তরের শর্ত হিসেবে অন্যান্য ইসলামি আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্যগুলো (নামাজ, রোজা, হজ্ব ,যাকাত ইত্যাদি নেক কর্ম করা) পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে করাই হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাসকারী মুমিন-মুসলিমদের উপর ফরজ বা অবশ্যক দায়িত্ব ও কাজ।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে যে বিশ্বাস করে না সে মুমিন নহে, সে হচ্ছে মুনাফিক বা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম। তার ইসলামি আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্যগুলো (নামাজ, রোজা, হজ্ব ,যাকাত ইত্যাদি নেক কর্ম করা) করা দরকার নাই। তাকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করে মুমিন-মুসলিম হয়ে সংশোধিত হয়ে ইসলামি আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্যগুলো (নামাজ, রোজা, হজ্ব ,যাকাত ইত্যাদি নেক কর্মগুলো) করতে হবে অন্যথায় নহে।

আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।